ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৪২৩
আগরতলা,২৯ সেপ্টেম্বর,২০১৮

শহীদ রবি কুমার দেববর্মার বীরত্বের জন্য আমাদের রাজ্য গর্ববোধ করে : মুখ্যমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ লেফুঙ্গা ব্লকের সিপাইপাড়ায় শহীদ বীর জওয়ান রবি কুমার দেববর্মার বাড়িতে গিয়ে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। রবি কুমার দেববর্মা ১৯৮৮ সালের ৩ জুলাই শ্রীলঙ্কায় কর্তব্যরত অবস্থায় অশেষ বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে শহীদ হন। তিনি ছিলেন আসাম রেজিমেন্টের জওয়ান। শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব প্রয়াতের পিতা সুখরাই দেববর্মা, মাতা শুভলক্ষ্মী দেববর্মা ও পরিবার-পরিজনদের সাথে কথা বলেন ও তাদের সমবেদনা জানান। মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে জানান, আজকের দিনটি সার্জিকেল স্ট্রাইক সংগঠিত করার জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। সারা দেশের সাথে রাজ্যেও আজকের দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়েছে। ১৯৮৮ সালে রবি কুমার দেববর্মা শহীদ হন। ১৯৯০ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আর ভেঙ্কটরমন তাঁকে 'বীরচক্র' সম্মানে সম্মানিত করেন। শহীদ রবি কুমার দেববর্মার বীরত্বের জন্য আমাদের রাজ্যও গর্ববোধ করে। কেননা এটা রাজ্যের প্রথম 'বীরচক্র' সম্মান। এমনিভাবে কল্যাণপুর ও প্রতাপগড়ের দু'জন জওয়ান শহীদ হন। এই তিন জন দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন। এছাড়া রাজ্যের আরও বহু শহীদ জওয়ান নিজের জন্য নয় দেশের জন্য আত্মবলিদান দিয়েছেন। আজকের দিনে আমরা তাদের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। সংকল্প নিই দেশকে সুরক্ষিত রাখতে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে 'অষ্টলক্ষ্মী' আখ্যায়িত করেছেন। এই দিশায় আমরাও কাজ করছি। আমরা রাজ্যে খুব শীঘ্রই দু'টি আই আর ব্যাটেলিয়ন গঠন করবো। খুব সহসাই ইন্টারভিউ নেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সফরসঙ্গী বিধায়ক কৃষ্ণধন দাসকে এই গ্রামের পানীয় জল, রাস্তা-ঘাট, সরকারি ঘর বন্টনের বিষয়ে নজর দেওয়ার পরামর্শ দেন। পরিশেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি শহীদ জওয়ান রবি কুমার দেববর্মার পিতা ও মাতার আশীর্বাদ নিতে এ গ্রামে এসেছি। পরে লেম্বুছড়া বাজারে শহীদ রবি কুমার দেববর্মার স্মরণে 'রবি কুমার পার্ক'-এ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে শহীদ রবি কুমারের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, ভারত সরকার আজকের দিনটিকে সারা দেশে 'পরাক্রম দিবস' হিসেবে পালন করেছে। কেননা এই দিনেই সার্জিকেল স্ট্রাইক সংগঠিত হয়েছিলো। পাকিস্তান বার বার পরাজিত ও বিধ্বস্ত হলেও তাদের শিক্ষা হয়নি। সুযোগ পেলেই তারা মুম্বাই, কলকাতা, দিল্লি বা বড় বড় শহরে হামলা চালায়। অথচ প্রত্যেক রাষ্ট্র ও নাগরিকের অধিকার রয়েছে নিজের আত্মরক্ষা করার। প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ করার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৪ সালে ক্ষমতায় এসে কেবল ভারত নয় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির উন্নয়নে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার বহু জওয়ান শহীদ হয়েছেন। তারা ত্রিপুরার এই পুণ্য মাটিতেই জন্ম নিয়েছেন। তারা গ্রামে ও মাটির ঘরে জন্ম নিলেও তাদের আত্মবলিদান রাষ্ট্রপ্রেমের জন্ম দিয়েছে। ত্রিপুরায় প্রথম বীরচক্র পেয়েছেন রবি কুমার। দেশের মর্যাদা, ঐতিহ্য ও স্বাভিমান বৃদ্ধি করেছেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস ও সমাজসেবী কাজল দত্ত।

*****